আমাদের সময়

তারিখ 26 FEB 2018
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

ঢাবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইউজিসির চিঠি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

যৌন নিপীড়নের ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন মোল্লার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এ মাসের প্রথমদিকে ইউজিসির উপ-সচিব (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়)

চিঠি : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

চিঠি : ঢাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ফেরদৌস জামান স্বাক্ষরিত এক পত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এ কথা জানানো হয়।

চিঠিতে বলা হয়েছে, ড. গিয়াসউদ্দিন মোল্লার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা ইউজিসির কাছে পরিষ্কার নয়। এছাড়া নারী নির্যাতন সম্পর্কে হাইকোর্টের দেয়া রায়ও বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করা হয়।

একই বিভাগের মাস্টার্সের এক ছাত্রীর লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ৯ জানুয়ারি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একাডেমিক কমিটির এক জরুরি বৈঠকে ড. গিয়াসউদ্দিন মোল্লাহকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়।

এদিকে ওই ছাত্রীর লিখিত অভিযোগটি তদন্ত কমিটিতে হস্তান্তর করা হয়েছে। তদন্ত কমিটি শিগগিরই বৈঠকে বসবে বলে জানা গেছে। ওই কমিটির প্রধান এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য সচিব ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান। সৈয়দ রেজাউর রহমান জানান, কমিটির কাছে অভিযোগটি এসেছে। শিগগিরই বৈঠকে বসে তারা এ নিয়ে আলোচনা করবেন। এছাড়া ড. গিয়াসউদ্দিন মোল্লার পক্ষ থেকেও একটি উকিল নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৩ নভেম্বর ড. গিয়াসউদ্দিন মোল্লার কক্ষে যৌন নিপীড়নের শিকার হন বলে ওই বিভাগের এক ছাত্রী অভিযোগ করেছেন। পরবর্তী সময়ে ওই ছাত্রী ও তার মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ.আ.ম.স আরেফিন সিদ্দিক, বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শওকত আরা হোসেনসহ আরো কয়েকজনকে বিষয়টি লিখিতভাবে জানান।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি ছাত্রীরা একের পর এক যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। যৌন নিপীড়ক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা না নেয়ায় এ ঘটনা বেড়ে চলেছে। এর আগে ১ নভেম্বর এ ধরনের এক অভিযোগের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আফজাল হোসেন পদত্যাগ করেন। তারও আগে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিনকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়। এছাড়া একই অভিযোগে পরিসংখ্যান, প্রাণ পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ এহসান উদ্দিনের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন ও তাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়।

ড. কামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি অধ্যাপক আ.ফ.ম ইউসুফ হায়দারকে প্রধান করে একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার প্রায় ১৪ মাস আগে তদন্ত রিপোর্ট দিয়েছেন। প্রতি সিন্ডিকেটেই ড. কামাল উদ্দিনের এজেন্ডার বিষয়টি থাকলেও আজ পর্যন্ত তা নিয়ে আলোচনা হয়নি। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, কামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে প্রশাসন ধীরে চলো নীতিতে এগুচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, অভিযুক্ত চার শিক্ষকই আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দলের হওয়ায় প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। শুধু তাই নয়, যৌন নিপীড়নের অভিযোগে ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আফজাল হোসেন পদত্যাগ করলেও তার বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি।